শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

ঠাকুরের অনুকম্পিত

ভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা' ও 'প্রেমসম্পুট্'-

প্রণেতা এবং 'গৌড়ীয়' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ

মহারাজ-বিরচিত

অষ্টম সংস্করণ

Shri Keshabji Goudiya Mat
Kans Tilla, Agra Road
Mathura-281001 U.P

শ্রীজগন্নাথদেবের-স্নানযাত্রা-বাসর, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ।

[ভিক্ষা ·৫০ নয়া পয়সা]

প্রকাশক ঃ—
শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়বৈভবাচার্য
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা প্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া ;
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২৯এ/১ চেৎলা সেণ্ট্রাল রোড্, কলি—২৭
শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (ওড়িষ্যা)
শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ, ভুবনেশ্বর (ওড়িষ্যা) ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গৌড়ীয়মঠ রোড্, মাদ্রাজ—১৪ ;
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ, হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ) ;
শ্রীপরমহংস মঠ, নৈমিষারণ্য (উত্তর প্রদেশ) ;
শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড (উত্তর প্রদেশ)।

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাকৌস্তুভ,
নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

যিনি ঔদার্যলীলাময় ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবিলাস-ভূমি জগদীশক্ষেত্র নীলাচলে আবির্ভূত হইয়া তদীয় প্রেমরত্ন-সহ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয়পূর্বক মহাপ্রভুর ব্রজলীলা-নাটকক্ষেত্র ব্রজপত্তনে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপনপূর্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ নামক বহু সংখ্যক শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বপাপ-বিনাশন নিত্য-কল্যাণ-প্রদ নাম ও ধাম-মহিমা প্রচার এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানদ্বারা মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, যিনি (১) লুপ্ততীর্থোদ্ধার, (২) শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, (৩) বিভিন্ন ভাষায় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-প্রণয়ন ও দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পারমার্থিক বার্তাবহ-প্রবর্তন এবং (৪) দ্বারে দ্বারে প্রচারক-প্রেরণ ও বিভিন্ন স্থানে বিরাট্ আকারে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচন প্রভৃতি নানাবিধ অভিনব উপায়ে ভক্তি-সদাচার-প্রচারদ্বারা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপাদি গোস্বামি-বর্গকর্তৃক প্রকাশিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছেন, **'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা'র** ঔজ্জ্বল্য বিধানপূর্ব্বক বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে শ্রীগৌরধামসম্বন্ধে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছেন, দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ, অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার, পরবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা স্থাপনদ্বারা উত্তমা ভক্তির স্বরূপ ও শ্রীধাম ও শ্রীধাম-মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম'-গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাক্কালে সর্বপ্রথমে সেই রূপানুগ আচার্য-ভাস্কর—আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

ঠাকুরের পাদপদ্মে সর্ব প্রথমে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। প্রভুপাদ-শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ এই দীন সেবককে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদানদ্বারা ধন্য করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ ভারত-ব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের সভাপতি ও আচার্য। তাঁহার কৃপাদেশে ধাম-সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীনবদ্বীপধামসম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত, সহজলভ্য ও সরল নিবন্ধ লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তাঁহার এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সকল শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের চরণকমলে প্রণত হইয়া ভজনের পথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

অন্তঃ, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র—এই নয়টী দ্বীপের সমাহার বলিয়া শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপ-সংজ্ঞায় অভিহিত। এই নয়টী দ্বীপ যথাক্রমে আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য—নবধা ভক্তির পীঠ এবং রসিক ভক্তগণের দর্শনে অভিন্ন-ব্রজভূমি। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামিপাদকে সঙ্গে করিয়া এই নবদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'-গ্রন্থে সেই প্রসঙ্গ সুললিত পয়ারে বর্ণন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে দেদীপ্যমান। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর (ফাল্গুনী পূর্ণিমার) ৯ দিবস পূর্ব হইতে ৯ দিবসে ৯টী দ্বীপ পরিক্রমণের প্রবর্তন ও ব্যবস্থা করিয়া প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রীকে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীধামের অপ্রাকৃত-শোভা-দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠানুগ জনগণের প্রচেষ্টায় প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র যাত্রীসহ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র পুস্তি-

কায় শ্রীধাম দর্শনার্থিগণকে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীধামদর্শনার্থিগণ দশবিধ-ধামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত হইলে শ্রীধাম-কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ধামাপরাধ দশটী, যথা—(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) ধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড় দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান, (৭) ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যমূলক-শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান। শ্রীধামতত্ত্ববিৎ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে শ্রীধামদর্শন এবং পরিক্রমণ বিহিত।

অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থের সাতটী সংস্করণ শেষ হইয়াছে। শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে 'ঐতিহাসিক গবেষণায় শ্রীমায়াপুর' এবং 'শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার ক্রম' সংযুক্ত হইয়াছে। আমি শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ।

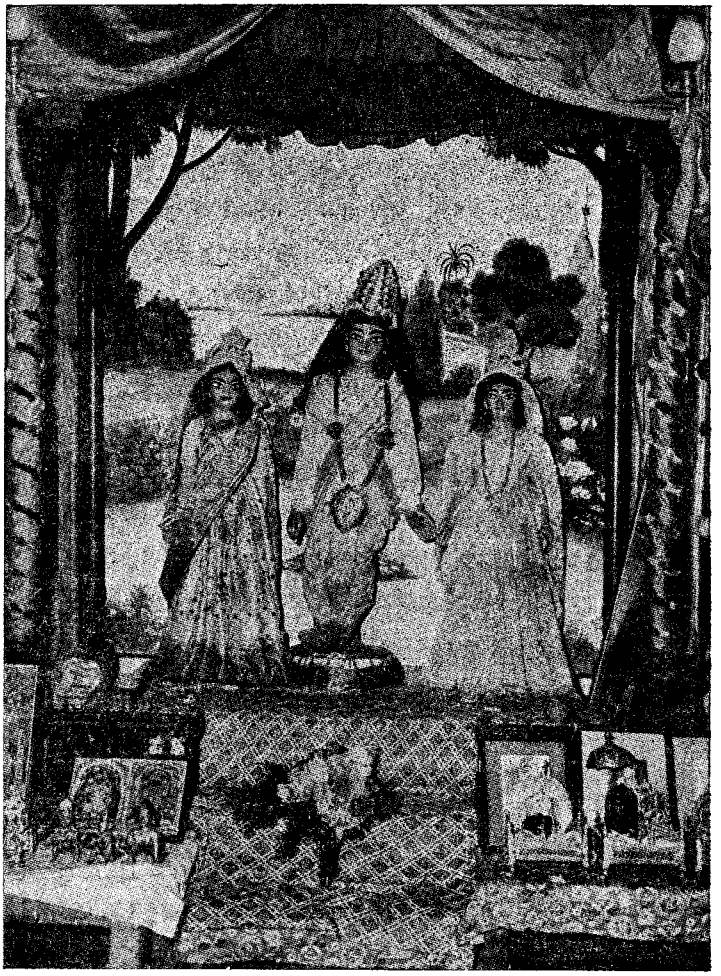

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে সেবিত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম

প্রথম অধ্যায়

মাহাত্ম্য

বিশ্বে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়া দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের পুরস্কার-বিধানপূর্বক ধর্মসংস্থাপন করেন, সেই বিষ্ণুবিগ্রহগণেরও অংশী—অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-নিকেতন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য অন্যে দূরে থাকুক, স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তবদনে অনন্তকাল বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। সুতরাং মাদৃশ সেবাবিমুখ জীব যে তাহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে মাদৃশ বহির্মুখকেও কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ শ্রীধামের মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই মহিমা-মহা-বারিধি হইতে নিম্নে আমরা দুইটী রত্ন মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা'য় এতদ্বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপূরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যাং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।

সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুচিতম্ ॥

—শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্।

"ছান্দোগ্য উপনিষদে যাঁহা 'পরব্রহ্মপুর' বলিয়া উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন' বা 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্তন করেন, অপরাপর মহাজনগণ যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ'-আখ্যা প্রদান করেন এবং বিরল রসিক ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিত পরম সুন্দর শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি।"

"নবদ্বীপে যেবা কভু করয়ে গমন।
সর্বাপরাধমুক্ত হয় সেই জন ॥
সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ-স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায় ॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

* * *

নবদ্বীপে শুদ্ধভক্তের চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি-মুক্তি সদা রহে দাসীরূপা হৈয়া ॥

* * *

ষোলক্রোশ নবদ্বীপ-ধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা সঙ্কীর্তনে রত ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসিগণে পূজে নানা মতে ॥

—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য।

সুতরাং মহাজনবাক্যে দেখা যাইতেছে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের কথা কি, এই চতুর্বর্গ যাঁহার সেবা লাভ করিতে পারিলে ধন্য হয়, সেই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাও শ্রীনবদ্বীপ-ধামের কৃপায় অতি সহজে লব্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীনবদ্বীপের আকার ও পরিমাণ

শতদল-পদ্ম একবিংশতিযোজন * পরিমিত শ্রীগৌড়মণ্ডলের মধ্যভাগে ষোলক্রোশ-পরিমিত অষ্টদল-পদ্ম † শ্রীনবদ্বীপধাম বিরাজিত; অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ এবং মধ্যস্থলে কর্ণিকায় অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, নয়টী দ্বীপের সমাহার বলিয়া এই স্থান নবদ্বীপ নামে অভিহিত। দ্বীপ নয়টীর মধ্যে চারিটী—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং অপর পাঁচটী—কোলদ্বীপ (বর্তমান সহর নবদ্বীপ), ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। সুরধুনীর গতি-পরিবর্তন-হেতু রুদ্রদ্বীপ বর্তমান সময়ে তাহার পূর্ব্বপারে বিরাজিত। গঙ্গা ও সরস্বতী (জলঙ্গী বা খড়িয়া) এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখা এক সময়ে এমনভাবে নবদ্বীপে বিস্তৃত ছিল যে, নদীবেষ্টিত নয়টী দ্বীপ স্পষ্টরূপেই দেখা যাইত। কাল-ক্রমে নদীসমূহের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে দ্বীপআকারে দেখা না গেলেও তাহাদের স্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৩) শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে আমরা বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য

---

* ৪ ক্রোশ অর্থাৎ ৮ মাইলে এক যোজন। দল—পাপড়ি।

ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে (২।১২৯) দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শ্রীশুকদেব তৎ-কীর্তনে, শ্রীপ্রহ্লাদ তৎস্মরণে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তদঙ্ঘ্রিসেবনে পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি শ্রীহনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্বস্বদান ও আত্মনিবেদনে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ **শ্রীমায়াপুর**—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। সীমন্ত-দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ যথাক্রমে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য-ভক্ত্যঙ্গের স্থান।

সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সন্ধিনী-শক্তি-প্রভাবদ্বারা শ্রীনব-দ্বীপধাম প্রপঞ্চে প্রকটিত। সেবোন্মুখবৃত্তিদ্বারাই প্রপঞ্চাতীত শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর

(আত্মনিবেদন ক্ষেত্র)

'শ্রীনবদ্বীপশতকম্'-গ্রন্থে অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকসমূহ এবং আরও বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়—

কদা নবদ্বীপবনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্ছিতঃ॥

"কবে আমি শ্রীনবদ্বীপ-বনের অন্তর্ভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্ষদগণ সহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িব ?

সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্য-নগরে বসতিং কুরুষ্ব॥

"যদি তোমার সংসার-সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্তন-অমৃত-রস-মাধুর্য আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে **শ্রীমায়াপুর** নামক নগরে গিয়া বসতি কর।"

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো ন খলাঃ॥

"শ্রীগৌরধামের অতি অদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো! সেই অসৎ শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে। যে সকল খল ব্যক্তি **শ্রীমায়াপুরের** ঐশ্বর্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।"

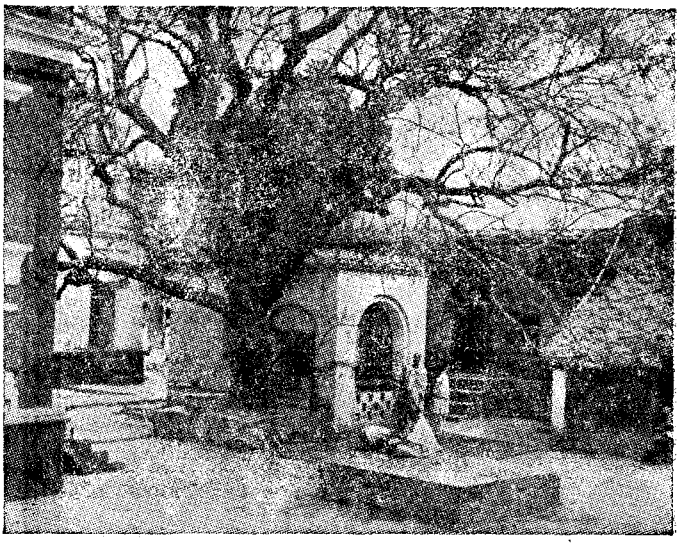

শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে নিম্ববৃক্ষতলে
শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদের আবির্ভাব-মন্দিরে।

আচর্য ধর্মান্ পরিচর্য দেবান্ বিচর্য তীর্থানি বিচার্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্য-পদং বিদন্তি॥

"বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম-পরিপালন, দেবগণের অর্থাৎ রাম-নারায়ণ-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চন, শত শত তীর্থ

পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌর-প্রিয়ধাম-**শ্রীমায়াপুরে** বসতি (সেবা) ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ-পদ (শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র **শ্রীধাম বৃন্দাবনের** সন্ধান) জানিতে পারে না।"

শ্রীমায়াপুর নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

'ঊর্ধাম্নায় মহাতন্ত্র', 'কপিলতন্ত্র', 'ব্রহ্মযামল', 'ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড', শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 'শ্রীনবদ্বীপশতকম্' এবং শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরধাম শ্রীমায়াপুরের কথা উল্লিখিত আছে, যথা—

বর্তন্ত্যেহ নবদ্বীপ-নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্॥ — ঊর্ধাম্নায়-মহাতন্ত্র।

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্ধং কীর্তনং কারয়িষ্যতি॥ —কপিলতন্ত্র।

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্তনাগমে॥ — ব্রহ্মযামল।

যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ॥

—শ্রীনবদ্বীপশতকম্।

মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্।

—ভক্তিরত্নাকর-দ্বাদশতরঙ্গধৃত প্রাচীনবাক্য।

কাশারণ্যং ছেদয়িত্বা নদীপার্শ্বে নৃভিঃ কিল।
স্ব-স্ব-জাতীঃ সমাদায় কর্তব্যো বাস এব হি॥
মায়াপুরং কলেঃ সায়ং বৃহদ্গ্রামো ভবিষ্যতি॥

—ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ৭ম অঃ।

এই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-সম্বন্ধে ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে আরও উক্ত হইয়াছে—

ভাগীরথ্যাঃ পার্শ্বভাগে পূর্বসায়ং কলের্দ্বিজাঃ।
বিদ্যাস্থানং নবদ্বীপং বনে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ সাঙ্গপরিবারযুতস্তদা।
ভবিষ্যত্যবতারো হি নবদ্বীপ-দ্বিজালয়ে ॥
পুরন্দরাৎ শচীদেব্যাং গৌরদেবো জনিষ্যতি।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে পুণ্যে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ ॥
কলৌ প্রাপ্তে চ বিপ্রেন্দ্রা ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
উবাচ ভুবি যাস্যামি সাঙ্গোপাঙ্গগণৈঃ সহ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-প্রচার

প্রথম চব্বিশ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্তনযোগে নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সন্ন্যাসলীলান্তে ওড়িষ্যায় পুরীতে শুভবিজয়, তৎপরে ৬ বৎসর কাল সমগ্র ভারত পর্যটন ও প্রেমভক্তিপ্রচার এবং প্রকট-লীলার শেষ ১৮ বৎসর পুরীতে অবস্থানপূর্বক নাম-প্রেম আস্বাদন করেন।

শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি

নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর মহকুমার অন্তর্গত নবদ্বীপ থানায় **গঙ্গার পূর্বপারে**—কোলদ্বীপ বা বর্তমান সহর নব-দ্বীপের অপর পারে—গঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গীর) সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবিত হইয়া শ্রীমায়াপুর—ব্রজপত্তন, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, পৃথুকুণ্ড

বা বল্লালদীঘি, বল্লালঢিপি, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি প্রাচীন চিহ্নসহ বিরাজমান। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সমবেত চেষ্টায় প্রতিবৎসর যে শ্রীনবদ্বীপধাম-

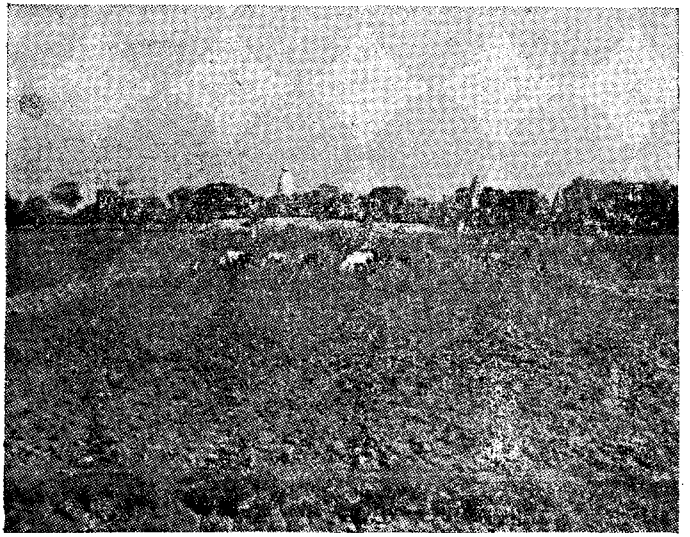

বল্লাল-দীঘি ; দীঘির উত্তরপারে শ্রীচৈতন্যমঠ দেখা যাইতেছে।

পরিক্রমণ হয়, তাহার প্রথম দিনেই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমণ হইয়া থাকে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের (১) নবদ্বীপ-ঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নবদ্বীপের পারঘাটায় পার হইয়া, বা (২) মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া খড়িয়া (নামান্তর জলঙ্গী বা সরস্বতী) পার হইয়া ৩ কিলোমিটারের মধ্যেই শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠের সু-উচ্চ

শ্রীমন্দির। (৩) ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে, রিক্সায় বা গো-যানে যাওয়া যায়; এই স্থান হইতে দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। (৪) ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনের নবদ্বীপ-ধাম ষ্টেশনে নামিয়া অশ্বযানে, সাইকেল রিক্সায়, বাসে বা পদব্রজে ৫ কিলোমিটার নবদ্বীপ পার-ঘাট। তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব পারে শ্রীমায়াপুর। হুলোরঘাট (নবদ্বীপ পারঘাট) হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার পিচ্‌ঢালা পাকা রাস্তা। সাইকেল রিক্সায় যাতায়াতের সুযোগ আছে।

কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন খড়িয়া নদীর উপরে একটী পাকা সেতু নির্মিত হইয়াছে এবং ধুবুলিয়া ও বাহাদুরপুর হইতে শ্রীমায়াপুর ও হুলোরঘাট পর্যন্ত রাস্তা পাকা হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট যাত্রিগণ মোটর যোগে কলিকাতা হইতে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিতেছেন। মুর্শিদাবাদ, কান্দি, বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও মোটর যোগে ধুবুলিয়া হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর আসিবার সুযোগ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পরিক্রমণ-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুর গ্রামের নামও কালে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত ও সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত —তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিত-রূপে সিদ্ধমহাজন বলিয়া স্বীকৃত বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নির্দেশক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের লুপ্ত জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের পুনরায় উদ্ধার ও প্রচার

করেন। এখনও শ্রীমায়াপুরের অনতিদূরে চাঁদ কাজীর সমাধি ও এই সমাধির উপর ৪৬০ বৎসরের প্রাচীন গোলোক চাঁপা বৃক্ষ বিরাজিত আছে। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

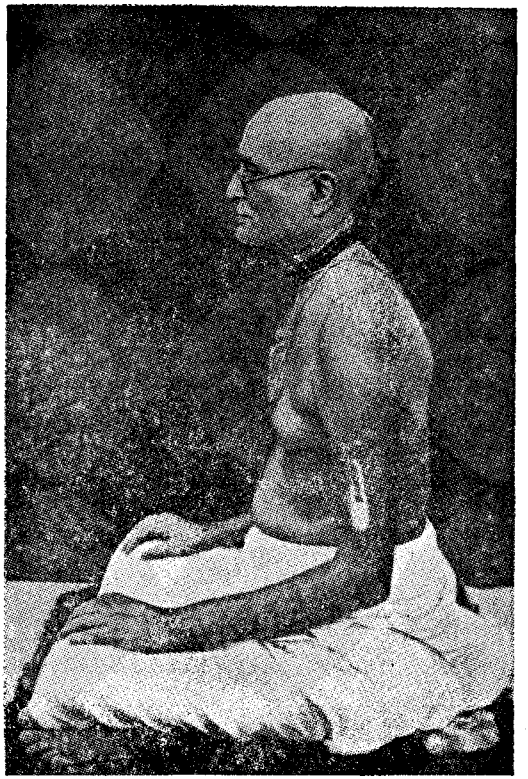

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবার ঔজ্জ্বল্যবিধানকারী
প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

ঠাকুরের প্রচেষ্টায়—অতি অল্পকালের মধ্যে কল্পনাতীত ভাবে শ্রীমায়াপুরের, তথা সমগ্র শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের সেবার যে ঔজ্জ্বল্য হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

ঐতিহাসিক গবেষণায় শ্রীমায়াপুর

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পূত-আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর ধর্মজগতের প্রাণ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকগণের মতে বাংলার সেনরাজ-বংশের বিজয় সেন বা তৎপুত্র বল্লাল সেন

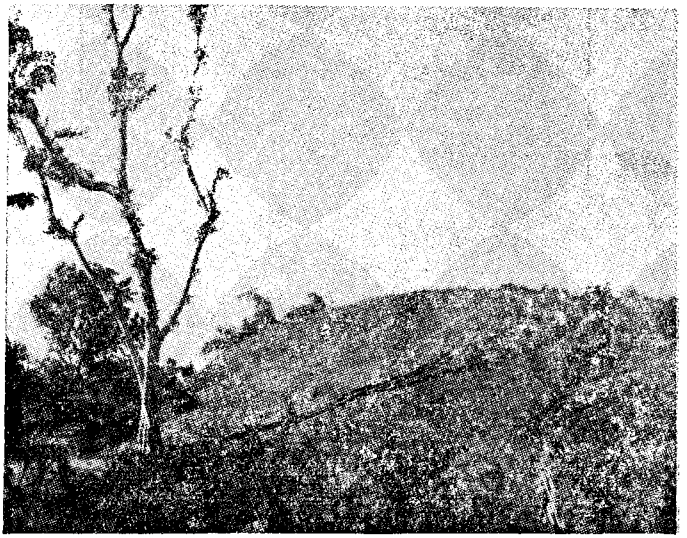

বল্লাল ঢিপি (রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ)

এই সুপ্রাচীন স্থানে একটি বাসস্থান ও নগর স্থাপন করেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ধোয়ীর 'পবন-দূত'-নামক কাব্যে এই স্থানকে **'বিজয়পুর'** বলা হইয়াছে; ঐ গ্রন্থে গঙ্গার অনতি-

দূরে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ও নানা-কারু-কার্য-খচিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পাই। এই স্থানের নিকটবর্তী বামনপুকুর গ্রামে সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ 'বল্লাল ঢিপি' (ও 'বল্লাল দীঘি') অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের কাজী-উদ্ধার-লীলা বা কাজীর '১৪৪ ধারা' জারীর বিরুদ্ধে অভিযান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই স্থানের অনতিদূরে কাজীর সমাধিতে আজও হিন্দু মুসলমান নির্বিচারে মাথা নোয়াইয়া উভয়ের ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে।

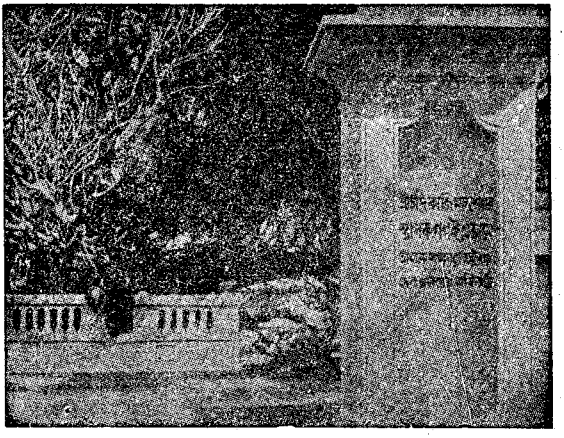

ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি-মন্দির

বৈষ্ণব কবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে শ্রীমায়াপুরের বিশেষ মহিমার বর্ণনা পাই।

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংলিশ পাইলট্ তৃতীয় গ্রন্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ থর্টন সাহেবের মানচিত্রে এবং ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের ওলন্দাজ ব্যাপারের

অধ্যক্ষ Mathew Vander Broucke-এর ইচ্ছায় রচিত এই মানচিত্রে নদীয়া নামক স্থানকে গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম-স্থানের উপর এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে নবদ্বীপের স্থিতি দেখান হইয়াছে।

United Trade Council of Fort William, Bengal-এর Diary and Consultation Book হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে Governor Mr. Russell কয়েক মাস অসুখে ভুগিবার পর ডাক্তারের পরামর্শ মত হাওয়া পরিবর্তনের জন্য নদীয়ায় আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে নদীয়া-নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

গঙ্গার প্রবাহের বারবার পরিবর্তনের ফলে কালের করালে এই স্থান কিছুকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ৭০ বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ মনীষী ও বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিয়া ইহার উন্নতিকল্পে অন্যান্য বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তির সাহায্যে **"শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা"** স্থাপন করেন। ত্রিপুরাধিপতিগণ বংশানুক্রমে এই সভার সভাপতি।

আমাদের গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এইস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া ভারতের সর্বত্র অর্থাৎ উত্তরে হরিদ্বার-কুরুক্ষেত্র, দক্ষিণে মাদ্রাজ, পশ্চিমে বোম্বাই ও পূর্বে শ্রীপুরুষোত্তমে ও ভারতের বাহিরে প্রায় ৬৪টী শাখা মঠ মন্দির স্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল বৈষ্ণব-ধর্মের বিপুল প্রচার পূর্বক এই স্থানের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যহই, বিশেষতঃ বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বহু যাত্রী ও দর্শকের সমাগম হয়।

প্রাচীন নবদ্বীপ-সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব প্রভৃতি

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—Nadia (Nabadwip), ancient capital of Nadia Distrtct and the residence of Laxman Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya. (Hunter's Imperial Gazetter 1880)

—"নদীয়া (নবদ্বীপ)—নদীয়া জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণসেনের বাসস্থান। স্থানীয়-কিংবদন্তী-অনুসারে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরী লক্ষ্মণসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

লণ্ডনের বৃটীশ 'মিউজিয়ম্ এবং য়্যাড্মিরালটী'-ভবনে সংরক্ষিত দুইটী মানচিত্র জলঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নবদ্বীপের তৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতরূপে প্রদান করিতেছে। পশ্চাত্ত্য মনীষী ভেন্ডেরব্রুক্ ১৬৫৮-৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজ (Dutch) বণিকগণের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি মানচিত্র বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ডক্টর শ্রীসম্বিদানন্দ দাস এম্-এ, পিএইচ্-ডি, ব্যারিষ্টার-য়্যাট্-ল মহোদয় উহার একটি আলোকচিত্র লণ্ডন হইতে আনয়ন করিয়াছেন। এই মানচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান Neddia অর্থাৎ নদীয়ার অবস্থিতি বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের আবিষ্কৃত বর্তমান 'শ্রীধাম মায়াপুর'ই সেই প্রাচীন নদীয়া-নগর।

'অধোক্ষজ' বিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব

শ্রীঅধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন বুধবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠের

অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে এক অতীব সুন্দর বিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে। এই শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ-অধোহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্ধহস্তে শঙ্খ এবং বাম অধোহস্তে চক্র বিদ্যমান। 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা'-মতে এই বিগ্রহের নাম **'অধোক্ষজ'**; ইনি ২৪টী বিষ্ণু মূর্ত্তির অন্যতম। বিজ্ঞগণের ধারণা, ইনি শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ-দেবতা ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভূমি-খনন-কালে খনিত্র ইঁহার কোনও অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম মাণিক্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম মাণিক্য, তদীয় পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম মাণিক্য এবং তাঁহার তনয় মহারাজ স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর কে-সি-এস্-আই এবং তৎপরে বর্তমান মহারাজ কুমার কিরীট বিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা'র সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেবল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ ও শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। স্বধামগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তি-ভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যারণ্য, এম্-এ, বি-এল্, ঐতিহাসিক রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, কৃষ্ণ-নগরের উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরনিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্‌সাহেব, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছেন।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ 'চিত্রে নবদ্বীপ'-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণেরই অভাব নাই। (১) প্রাচীন ইতিহাস, (২) প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য, (৩) শাস্ত্র, (৪) প্রত্যাদেশ, (৫) মহাজন-বাক্য, (৬) স্থানীয় প্রাচীনগণের শ্রুত সুপ্রাচীন প্রবাদ, (৭) নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর স্বীকারোক্তি—সকলেই একবাক্যে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

১। **শ্রীযোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে**—(ক) নিম্ববৃক্ষতলে সূতিকা-মন্দিরে শয়ান শিশু নিমাই—নিকটে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথমিশ্র উপবিষ্ট। গগনস্পর্শী সুরম্য-মন্দিরে (খ) পঞ্চতত্ত্ব, (গ) শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, (ঘ) শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, (ঙ) শ্রীঅধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ, (চ) শ্রীশ্রী-ক্ষেত্রপাল শিব, (ছ) শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব, (জ) শ্রীশ্রীগৌরগদাধর, (ঝ) শ্রীগৌরকুণ্ড, (ট) ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ, (ঠ) শ্রীনিত্যানন্দ-ধর্মশালা, (ড) চিন্তামণি-ধর্মশালা, (ঢ) হরিপ্রসাদ-ধর্মশালা, (ণ) ইন্দ্র-নারায়ণ-ধর্মশালা।

এই শ্রীযোগপীঠ হইতে ৫ ধনু অর্থাৎ ১০ গজ দূরে অবস্থিত 'বৃদ্ধ শিবের ঘাট' বা 'শিবের ডোবা'ই শ্রীধাম মায়াপুরের দক্ষিণ-দিক্‌স্থ শেষ-সীমা। ইহা প্রাচীন গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

২। **শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে**—(ক) ভক্তগণসহ সঙ্কীর্তনরত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই, (খ) পঞ্চতত্ত্ব—এখানে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা, (গ) শ্রীশ্রীরাধামাধব, (ঘ) শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের ও (ঙ) শ্রীপাদ গোকুল দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির এবং (চ) ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধি।

এই স্থানে কাজি ভক্তগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এক নাম 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'। মহাপ্রভু এই স্থান হইতে বিরাট্ সংকীর্তন-দল-সহযোগে কাজি-উদ্ধারে শুভ-বিজয় করিয়াছিলেন।

৩। **অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার।**

৪। **শ্রীঅদ্বৈতভবনে**—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তৎ-সেবারত শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু এই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য এই স্থানেই গঙ্গা জল ও তুলসী পত্রদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

৫। **শ্রীগদাধর-অঙ্গনে**—শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর। পণ্ডিত শ্রীগদাধর শ্রীমাধবমিশ্রের তনয়। শ্রীগদাধরাঙ্গন শ্রীমাধবমিশ্রের আলয়। ইহা শ্রীঅদ্বৈতভবন হইতে ৫ধনু পূর্বে অবস্থিত।

৬। **শ্রীচৈতন্যমঠে**—(শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্যভবনে)—(ক) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি-মন্দির, ২৯-চূড়াযুক্ত মূল মন্দিরে (খ) শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহগণ, (গ) 'ব্রহ্ম', 'রুদ্র', 'সনক' ও 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ (যথাক্রমে মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজ), (ঘ) শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, (ঙ) শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, (চ) পরমার্থ-গ্রন্থাগার ও 'গৌড়ীয়'-কার্যালয়, (ছ) শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, (জ) ঈশোদ্যান, (ঝ) পরবিদ্যাপীঠ, (ঞ) অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদন, (ট) স্বাস্থ্যনিবাস, (ঠ) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, (ড) ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমণের মোহান্ত শ্রীপাদ ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজীর সমাধি-মন্দিরে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য ও তৎপত্নীর বিগ্রহ প্রভৃতি।

শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্যের আলয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজ-

লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইহার এক নাম 'ব্রজ-পত্তন', অর্থাৎ শ্রীব্রজপত্তনেই শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে।

৬। শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দিরে—শ্রীশ্রীসীতারাম ও শ্রীশ্রীনারায়ণ, ৭। প্রচীন পৃথুকুণ্ডে অবস্থিত বল্লালদীঘি, ৮। চাঁদ কাজির সমাধি, ৯। বল্লাল ঢিপি, ১০। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও ছাত্রাবাস, ১১। বৃদ্ধশিব ঘাট, ১২। মহাপ্রভুর ঘাট, ১৩। মাধাইয়ের ঘাট, ১৪। বারকোণা-ঘাট, ১৫। নগরিয়া ঘাট, ১৬। গঙ্গানগর, ১৭। শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট, ১৮। শ্রীধর-অঙ্গন, ১৯। শ্রীমায়াপুর ডাকঘর ও টেলি-গ্রাফ অফিস, ২০। দাতব্য চিকিৎসালয়।

শ্রীমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং শ্রুতি, বেদান্ত, ভাগবত, একায়নপঞ্চরাত্র, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সম্প্রদায়বৈভব, ভক্তিশাস্ত্র, তত্ত্ব ও রস-সম্বন্ধীয় আচার্য পরীক্ষা প্রবর্তন-পূর্বক ঐ সকল বিষয় অধ্যাপনার জন্য শ্রীমঠে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'পরবিদ্যাপীঠ'-নামক একটী পারমার্থিক বিদ্যা-পীঠ স্থাপন করিয়াছেন। সরকারী 'তীর্থ'-উপাধির বিষয়সমূহও এই বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ-শিক্ষামূলে সাধারণ শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্'-নামক একটী উচ্চ ইংরাজী

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ; ঐ বিদ্যালয় এক্ষণে উচ্চ মাধ্যমিক (Higher Secondary) বিদ্যালয়ে উন্নীত। ইহা শ্রীচৈতন্যমঠের পরিচালনাধীন এবং সমগ্র ভারতে পরমার্থশিক্ষামূলে স্থাপিত একমাত্র বিদ্যালয় ; বিদ্যালয়ের সহিত একটী সুরম্য ছাত্রাবাসও আছে।

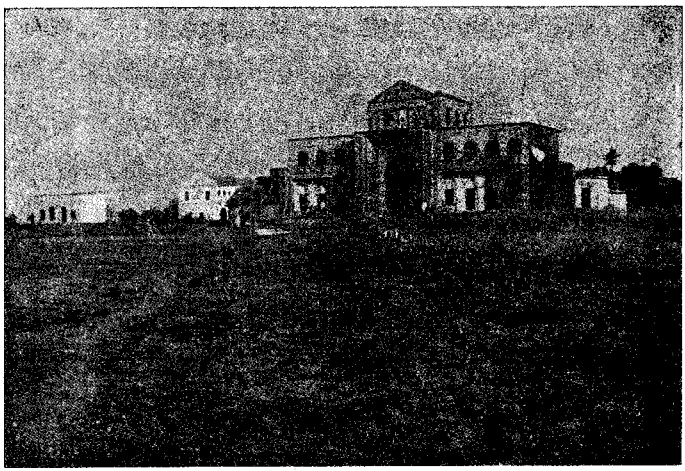

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্'-ছাত্রবাস ও ভক্তিসুহৃৎ তোরণ

ভেটের পীড়ন নাই

এইস্থানে কোনপ্রকার বাধ্যতামূলক ভেট বা ধর্মব্যবসায়াদির চেষ্টা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্মপ্রচার ও নিপরাধে শ্রীধামের একান্ত সেবার জন্য এই স্থানে বিষ্ণুস্বার্থপরতায় লোকাতীত মহাপুরুষগণের আনুগত্যে ভগবৎসেবাকার্যাদি হইয়া থাকে।

শ্রীধাম মায়াপুরের উৎসবাদি

১। প্রতি বৎসর মাঘী ত্রয়োদশী তিথি হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী অহোরাত্র শুদ্ধনাম-সঙ্কীর্তনযজ্ঞ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পঞ্চ-দিবস পূর্ব হইতে পঞ্চ-দিবস শ্রীচৈতন্য-মঠের নিয়ামকত্বে সহস্র সহস্র যাত্রী বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভা-যাত্রার সহিত নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। ৩। শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। পরিক্রমার অন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাবতিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে মহামহোৎ-সব এবং আবির্ভাব-তিথিপূজার পরদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সমাগত অগণিত যাত্রিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ৪। রথযাত্রা, ৫। ঝুলন, ৬। শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎ-সব, ৭। অন্নকূট, ৮। রাসযাত্রা, ৯। অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণচতুর্থীতে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরো-ভাব-মহোৎসব, ১০। মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে তদীয় আবির্ভাব-মহোৎসবে শ্রীব্যাসপূজা।

"রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে"

গৌড়ীয়মঠ-সম্পাদকের নিকটে ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র

[দৈনিক নদীয়া প্রকাশ (১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীহরিঃ শরণম্

বেহালা, ২৪-১২ ৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

*** গৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী) মহাশয়ের অবগতির জন্য দুই একটী কথা জানাইতে চাই। এ দেশে তিনি (প্রভুপাদ) যাহা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। **আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক,—রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে ;** সেখানে পূর্ব্বকালে খুব ধুমধামের সহিত রামযাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির, সে মন্দিরে মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ঠাকুর দেবতার ছোট ছোট বিগ্রহ হয়ত ছিল, কিন্তু মন্দিরটী শ্রীরামচন্দ্রের। গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালা দেশে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া এদেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত প্রাসাদাবলী অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। আশা করি, **মহাপ্রভুর পতাকার নিম্নে বিশ্বের জনতা একত্র হইয়া প্রেমধর্মের শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।** আজ জগৎ জুড়িয়া যে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে জড়সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। জড়-সভ্যতার সমাধিক্ষেত্রে প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিবে, তথা হইতে শ্যামের বাঁশী বিশ্ব-মোহন-সুরে মানুষকে ভগবানের পাদপদ্মে আপনাকে ডালি দিতে আহ্বান করিবে। গৌড়ীয়মঠ সেই অনাগত কুঞ্জের অগ্রদূত। ***

গুণমুগ্ধ—

(স্বাঃ) **শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।**

'শ্রীমায়াপুর'-নামসম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়

বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সাহচর্যে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়া কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে এক বিরাট্ সভা আহ্বানপূর্বক তাঁহার গবেষণা-সম্বন্ধে একটি ভাষণ প্রদান করেন। সভায় সহর নবদ্বীপের এবং বিভিন্ন স্থানের বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণপূর্বক সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, গঙ্গার পূর্ব পারে বল্লালদীঘি ও বামনপুকুরের সন্নিহিত শ্রীমায়াপুরই শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্থান। সেই সময়ে এই ধামের উন্নতিকল্পে 'শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা' স্থাপিত হয়; এই সভায় সভাপতি বংশানুক্রমে ত্রিপুরার মহারাজগণ। সভার উদ্যোগে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশিত হন। তৎকালে এতদুপলক্ষে তথায় বিরাট্ উৎসব হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

পরবর্তিকালে শ্রীমায়াপুরের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত এই ধামস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরহরির অমল প্রেমধর্মের স্বরূপ প্রচার করিতে যাইয়া যখন কর্তাভজা, সহজিয়া, নেড়ানেড়ি প্রভৃতির কার্য গর্হণ করেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করেন যে, শ্রীবিগ্রহদর্শনে বাধ্যতামূলক ভেট, অর্থের বিনিময়ে ভাগবতপাঠ ও বাবাজীর বেষ গ্রহণের পরে স্ত্রীসঙ্গ সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নরকের পথ মাত্র, তখন ঐ ঐ অবৈধ কার্যে নিযুক্ত জনগণ শ্রীচৈতন্যমঠের ও শ্রীমায়াপুরের ঘোর বিরোধী হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল 'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর স্থাপন করিলে তাহারা বাধা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহাতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর এতদ্বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত নদীয়া-জেলা-ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট পত্র লেখেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট শ্রীমায়াপুরের পক্ষপাতী ও তদ্-বিরোধী উভয় পক্ষকেই কৃষ্ণনগরে স্বীয় আদালতে আহ্বান করেন। শ্রীমায়াপুরের পক্ষ হইতে বহু গ্রন্থ, বহু বহু প্রাচীন দলিল-পত্র, গভর্ণমেণ্টরেকর্ড ও মানচিত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। অপর পক্ষের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কিছুই ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রমাণসমূহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিরোধী পক্ষের অমূলক কথাগুলি অগ্রাহ্য করেন এবং শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরে 'শ্রীমায়াপুর' (Sree Mayapur) নামে ডাকঘর-স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকটে স্বীয় রায় প্রেরণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য দ্বীপ)

"রাধাবল্লভপাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীমস্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্তু সীমন্তকে ॥"

—শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ১৪।

[শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধ-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণবচরণরজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরমসীমাপ্রাপ্ত) হইয়া এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও, হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপাঙ্গ সীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্লভ রাধাকৃপাকটাক্ষ সত্বর লাভ হউক্।]

শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীপার্বতী দেবী শ্রীগৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'সীমন্তদ্বীপ' হইয়াছে। সেই হইতে পার্বতীদেবী সীমন্তিনীদেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন। শ্রী ন ব দ্বী প ধা ম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীপার্বতী দেবীর সম্বন্ধ বর্ণনপূর্বক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপার্বতী দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি-সর্বেশ্বরী।
একশক্তি দুইরূপ মম সহচরী॥
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গরূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥"

সীমন্ত-দ্বীপের সেবাফলে এই তত্ত্বজ্ঞান ও শ্রীবার্ষভানবী দেবীর করুণা লাভ হয়।

শরডাঙ্গা

শরডাঙ্গা—শূররাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শূরডাঙ্গা বর্তমান কালে 'শরডাঙ্গা'-নামে অভিহিত হয়। এইস্থানে পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজিত আছেন। এইস্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। এইস্থানে নব মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব—শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার সহিত বিরাজ করিতেছেন। পৌরাণিক বাক্যানুসারে জানা যায় যে, পূর্বকালে রক্তবাহু-নামে এক মহা-বিষ্ণু-বিরোধী পাষণ্ডী ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ করিলে সর্বশক্তিমান্ অর্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম হইতে নিজ দয়িতের সহিত এস্থানে শুভবিজয় করেন। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ সহরের সহরডাঙ্গার অপভ্রংশ বলিয়াও বলেন।

শোনডাঙ্গা মেঘার চর

এক সময়ে মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সংকীর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশ ঘোর-মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু

সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে অপসারিত হইল। সেইজন্য সেই গঙ্গাচর ভূমি 'মেঘের চর' বা 'মেঘার চর'-নামে কথিত হইতেছে।

"কীর্তন করিতে প্রভুর আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥"

বেলপুকুর

বর্তমান 'বামুনপুকুর' গ্রামের নাম পূর্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। 'মেঘার চরা'য় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার নাম বামুনপুকুর হয়। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বামনপুকুর-গ্রাম বেলপুকুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরহরির মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহ বর্তমান বেলপুকুরে সেবিত হইতেছেন। সেবার ঔজ্জ্বল্য-বিধান আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

গোদ্রুমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য দ্বীপ)

"নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্ধা।
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে ॥"

—শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৬৭।

[মস্তকদ্বারা আমি সেই শ্রীগোদ্রুমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোদ্রুমেরই কীর্তন করি এবং মনোদ্বারা

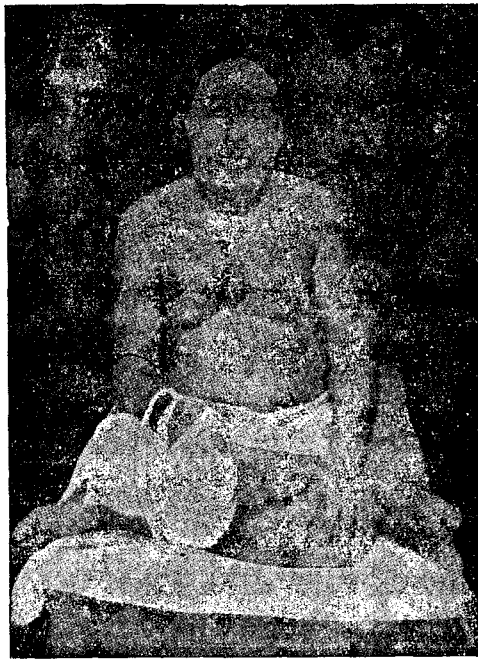

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগোদ্রুমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোদ্রুম ব্যতীত আমি আর অন্য কিছুই জানি না।]

এই দ্বীপটী বর্তমান গাদিগাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওর-খালি, আমঘাটা, সুবর্ণবিহার, শ্যামনগর, দেপাড়া, হরিশপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্যস্থান—সুরভি-কুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেবপল্লী প্রভৃতি।

সুরভিকুঞ্জ

এইস্থানেই সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই মার্ক-ণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটী সুবিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে সুরভি অবস্থান করিতেন; তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত শ্রীসুরভিকুঞ্জ অদ্যাপি বিরাজিত।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

এই শ্রীকুঞ্জ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজন-স্থলী। এইস্থানেই ঠাকুরের সমাধি-মন্দির বিরাজমান। শ্রীল ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধির অতি সন্নিকটে বিরাজিত। সমাধি-মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-

গোবিন্দের নিত্যসেবা বিদ্যমান। ঠাকুরের ভজনগৃহে তাঁহার ভক্তি-গ্রন্থাগার সুরক্ষিত।

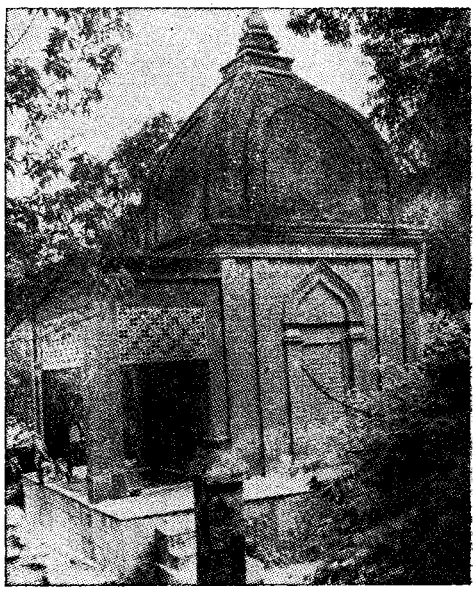

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির
(শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, গোদ্রুম স্বরূপগঞ্জ)

শ্রীকুঞ্জের শোভা অতি মনোরম। ইহা স্বরূপগঞ্জে—পুণ্য-তোয়া সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুহৃৎ—আমাদের পরম গুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের একটী ভজন-কুটীরও শ্রীকুঞ্জে বিরাজিত। মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ অবস্থিত।

সুবর্ণবিহার

সুবর্ণবিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের আমঘাটা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্তী। সুবর্ণবিহার কিছুকাল পালরাজগণের রাজধানী ছিল। অন্তর্দ্বীপ হইতে পূর্ব-দক্ষিণ-কোণে জলঙ্গী নদীর অপর পারে সুবর্ণ-বিহারের উচ্চ ভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই স্থানে শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

রাজা সুবর্ণ সেন

সত্যযুগে সুবর্ণসেন-নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির ফলে তিনি এই স্থানে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীনারদের দর্শন পান। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সেবা-পরায়ণ ছিলেন। শ্রীনারদকে স্বীয় রাজধানীতে পাইয়া পরম আদরের সহিত তাঁহার পূজা করেন। বৈষ্ণব-পূজার ফলে বিষ্ণুপূজায় অধিকার পাওয়া যায়। রাজা সুবর্ণ-সেনেরও সেই সৌভাগ্য হইল। তিনি শ্রীনারদের মুখে যে-সকল তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাজা সুবর্ণসেন নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত—কলিকালে সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে স্বীয় ঔদার্যলীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি গৌরনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে

বিভোর হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"কবে সেই সর্বযুগ-সার কলিযুগ আগমন করিবে, যখন শ্রীগৌরহরি সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় বিশ্ব প্লাবিত করিবেন।" শ্রীনারদ-মুখনিঃসৃত শুদ্ধ গৌরনামকীর্তন শ্রবণ করিয়া রাজা সুবর্ণ সেনের বিষয়বাসনার বীজ নির্মূল হইল, তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় দৈন্য ভূষণে ভূষিত হইল, ফলে তিনি একদিন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন—শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর তাঁহার অঙ্গনে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিতে পাইলেন, উপনিষদুক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষ শ্রীগৌরহরি অনর্পিতচর প্রেমের পসরা লইয়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ভ্রমণ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি অতিশয় বিরহকাতর হইয়া 'হা গৌর, হা গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল—"হে মহারাজ! আপনি আশ্বস্ত হউন্, গৌরহরি যখন নবদ্বীপ-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি 'বুদ্ধিমন্ত খান' নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার লাভ করিবেন। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনো-নিবেশ করিলেন।"

হরিহরক্ষেত্র

এই পূতভূমি গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ভগবান্ নিজ প্রিয়তম সখা মহেশ্বরের

তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীহরিকে প্রিয়তম জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরির শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী।

মহাবারাণসী

মহাবারাণসী অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে বৈষ্ণবপ্রবর মহেশ্বর গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌর-কীর্তন করিতেছেন। গৌরনাম-কীর্তনপরায়ণ শম্ভুর কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব এই স্থানে গৌরনাম কীর্তন করিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। সহস্র সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধিফলে মানবের যে মুক্তিলাভ হয়, শম্ভুর কৃপায় উক্ত শুদ্ধভক্তিলাভের ফলে তাহা পিশাচীবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। এই মহাবারাণসীক্ষেত্রে মহেশ্বর নির্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

দেবপল্লী

দেবপল্লী সর্বসাধারণের নিকটে 'দেপাড়া' নামে অভিহিত। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে অবস্থানপূর্বক টীলার উপরে ভজনস্থলী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে মন্দাকিনী ও ভজনকুটীরসমূহ অন্তর্হিত হইলেও বহু উচ্চটীলা বর্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঋষি-গণের ভজনস্থলীর স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। এখনও দেবপল্লীতে সূর্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চ

ভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনৃসিংহ-কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এই স্থানে একটী বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীনৃসিংহ-দেবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্দিরটী এখন দেব-পল্লীতে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য দ্বীপ)

"কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপলীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে॥"

—শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৮।

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপলীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন্। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ কৃপা বিতরণ করুন্। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরম তীর্থের কৃপাকল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন্।]

বর্তমান মাজিদা, ওয়াসিদপুর, বামনপাড়া, সিমুলগাছি প্রভৃতি স্থান মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত। সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর ও উচ্চহট্ট এই দ্বীপে বিশেষ দর্শনীয় বিষয়।

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী

মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় মাজিদা বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া গৌরভজন ও গৌরপ্রেমতত্ত্বসম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমনপূর্বক গৌরনাম কীর্তন করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, কীর্তনফলে ধামের কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে। নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজবাসলাভের অধিকারী। পিতৃদেবের নিকটে নবদ্বীপের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমনপূর্বক অনাহারে, অনিদ্রায় গৌরনামসুধাপানে প্রমত্ত হইলেন এবং দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সততযুক্ত হইয়া ভজনকারী এই সপ্তর্ষির প্রার্থনা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে পৌঁছিল। তিনি একদিন মাধ্যাহ্নিকশতসূর্যপ্রভা-সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে সপ্ত ঋষিকে দর্শন প্রদান করেন। সপ্ত ঋষি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মনিবেদনপূর্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব প্রেমের প্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণকীর্তন করিতে উপদেশ করেন এবং আরও জানান যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যে নদীয়া নগরে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন তাঁহারা শ্রীগৌরহরির নাম-সঙ্কীর্তন-লীলা

দর্শন করিতে পারিবেন। সপ্ত ঋষি শ্রীগৌরহরির আদেশে এই স্থানে সপ্তটীলার উপরি গৌরকৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্য এইস্থানকে সপ্তর্ষিভজনস্থলী বলা হয়।

নৈমিষারণ্য

সপ্তটীলার দক্ষিণে একটি সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দিষ্টা হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহ নৈমিষারণ্য বলিয়া খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এইস্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—নিত্য, শ্রীগৌর—নিত্য; উভয়েই অভেদ এবং সেব্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ নিত্য। শিষ্যগণ নিত্যকালই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। সুতরাং যে শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত গোমতী-তীরস্থ নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তিনিই যে আবার নবদ্বীপে গৌরভাগবত কীর্তন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগপূর্বক এই স্থানে স্বগণসহ আগমনপূর্বক গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন।

ব্রাহ্মণপুষ্কর

এই স্থানে সত্যযুগে দিবদাস-নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন। পুষ্করতীর্থে স্নানের জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ হয়। তাঁহার ব্যাকুলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তিনি শ্রীধামের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পুষ্করতীর্থরাজের দর্শন পাইয়া-

ছিলেন। তখন তিনি তীর্থভ্রমণের আশা পরিত্যাগপূর্বক সর্ব-তীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

উচ্চহট্ট

এই স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। সাধারণ জনগণ ইহাকে হাটডাঙ্গা বলে। দেববৃন্দ এই স্থানে হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরনাম কীর্তন করিতেন। এই জন্যই ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য দ্বীপ)

"জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেবপ্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরু-বল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভাগ্যাদ্যৈঃ ॥"

—শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৯।

[পশু, পক্ষী, তরু-লতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্বত এবং হ্রদসমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্বদেব-প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপকান্তার-রাজি জয়যুক্ত হউন্, জয়যুক্ত হউন্।]

কোলদ্বীপ—অপরাধভঞ্জনের পাট। ইহা কুলিয়া নামে খ্যাত। ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, পরে শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গক্রমে অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া তিনি মহাপ্রভুর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অধমতারণ শ্রীগৌর-সুন্দর প্রথমে দেবানন্দের প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করিলেও পরে তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ নতশিরে পালন করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল বলিয়া কোলদ্বীপের অপরনাম 'অপরাধভঞ্জনের পাট'।

বর্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল-আমাদ, কোলের গঞ্জ, চরগদখালি বা গদখালির চর ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারমেদিয়া বা গদখালির পারমান্‌দিয়া বা নূতনগ্রাম, তেঘরি, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থানসমূহ কোলদ্বীপের অন্তর্গত। কুলিয়াপাহাড়পুর, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর, প্রৌঢ়া মায়ার মন্দির প্রভৃতি এই দ্বীপে বিশেষরূপে দর্শনীয়।

কুলিয়া পাহাড়পুর

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমার সত্যযুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল-ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্বতসমান

উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ। এই স্থানেই ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের ভজনকুটীর

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

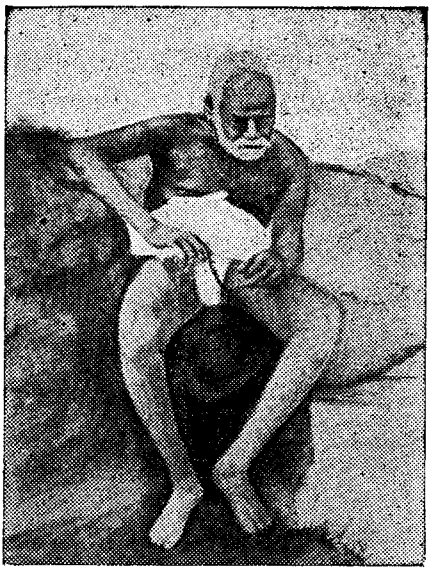

শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ-নিদেষ্টা বৈষ্ণবসার্বভৌম
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্বভৌম ছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-

জন্মস্থানের নির্দেশক ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল পুরুষ। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যে নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণব-পর্বাদি-প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠতা-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি গৌড়মণ্ডলে অবস্থানকালে কোন কোন সময়ে গোক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটে এবং অধিকাংশ সময়ে কোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজন-কুটীরে অবস্থান করিতেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

এই বৈষ্ণবমহাত্মা কুলিয়ার নূতন চড়ায় একটী কুটীরে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ইঁহার পারমহংস্য-আচার-বিচার সাধারণ-বিচারে অবিতর্ক্য। নবদ্বীপ-পারঘাট উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহার সেই ভজন-কুটীর দৃষ্টিগোচর হয়।

সপ্তম অধ্যায়

ঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্যদ্বীপ)

"এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজনস্থান জান।
হেথায় বসতি যাঁর, প্রেমধন লাভ তাঁর,
সুশীতল হয় তাঁর প্রাণ॥"

—শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য।

ঋতুদ্বীপ বর্তমান সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী, রাতুপুর বা রাহাত-পুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয় ঋতু সর্বসময়ে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌরগদাধরের সেবা করে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। শুদ্ধভক্তগণ এই দ্বীপকে ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম 'খদিরবন' বলিয়া জানেন।

চম্পহট্ট

চম্পহট্টকে সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী বলা হয়। ইহা বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত। সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এখানে বাস করিতেন। তৎকালে এইস্থানে প্রচুর চাঁপা ফুলের আমদানী হইত বলিয়া ইহার নাম চাঁপাহাটী বা চম্পহট্ট। এই চম্পহট্ট নাম হইবার বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ চম্পহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবার ফলে ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ ব্রাহ্মণের শ্যামসুন্দররূপ-ধ্যানসময়ে তাঁহাকে গৌর-রূপে দর্শন দান করেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের উক্ত রূপ দর্শন করিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে অসমর্থতা-নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় গৌরাবতারের কথা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে এই ঔদার্যলীলাময়-বিগ্রহরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও তাঁহাকে বলেন। শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলাকালে কলিযুগে তদীয় পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল

হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে—তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে দ্বিজবাণীনাথ-নামে পরিচিত হইয়া এই চম্পহট্ট গ্রামেই অবস্থান করিবেন। গীতগোবিন্দরচয়িতা শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর এই চম্পহট্টে পতি-পরায়ণা পদ্মাবতীর সহিত অবস্থানপূর্বক রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব সেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরগদাধর-মঠ

চম্পহট্টে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠ অবস্থিত। এই মঠে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ-যুগল বিরাজমান। এই শ্রীবিগ্রহ গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজ বাণীনাথ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল বাণীনাথ ব্রজের 'কামলেখা'। কালক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রাচীন সেবায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এই সেবাভার গ্রহণ এবং নব-মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায়, শ্রীরাধাষ্টমীতে, শ্রীগোবর্ধন-পূজায় অর্থাৎ অন্নকূটে ও শ্রীরামনবমী তিথিতে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া থাকে।

সমুদ্রগড়

দ্বাপরযুগে সমুদ্র সেন নামক একজন কৃষ্ণভক্ত রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ পাণ্ডুনন্দন ভীম দিগ্বিজয়ে

বহির্গত হইয়া বঙ্গ-জয়াভিলাষে সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অতিশয় প্রিয়; সুতরাং তিনি তাঁহাদের আপদে বিপদে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন যদি ভীমকে ভয় প্রদর্শন করা যায় বা বিপদে ফেলা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষার জন্য এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্র সেন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণপূর্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত বাণে ভীম ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শনপূর্বক নিজরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র সেনও ইষ্টদেবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

জহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য দ্বীপ)

"জন্মনি জন্মনি জহ্নুশ্রমভুবি
বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণগুল্মকভাবে ভবতু
মমাশাসমুল্লাসঃ ॥"

শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ১৩।

[নবদ্বীপের যে স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্র-ভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম জন্ম তৃণ-গুল্ম ভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক্।]

জহ্নুদ্বীপ বৃন্দাবনলীলার অন্যতম ভদ্রবন। বর্তমান বিদ্যা-নগর, মঙ্গলপুর, রাজ্যধরপুর, রামচাঁদপুর, শ্রীরামপুর ও জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। জান্নগর ও বিদ্যানগর এই দ্বীপের প্রধান দর্শনীয় স্থান।

জান্নগর

কোন সময়ে জহ্নুমুনি ভাগীরথী-তীরে উপবেশনপূর্বক সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী তাঁহার কোশাকুশী ভাসাইয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে মুনিবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া ভাগীরথীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সুরধুনীর অদর্শনে ভগীরথ ভগ্নচিত্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জহ্নুমুনির সেবা করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভাগীরথীকে জানু হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ভাগীরথীর এক নাম হইল 'জাহ্নবী'।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম জাহ্নবীতনয় ভীষ্ম মাতামহ জহ্নুমুনির নিকটে ভাগবতধর্ম শিক্ষা

করেন। পরবর্তী কালে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই ভাগবত-ধর্মই যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকটে কীর্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুর সহস্র-নাম-স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ও তদীয় ভক্তগণেব সেবাই নিষ্কিঞ্চনের একমাত্র পরম ধর্ম।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর সর্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা সারদাপীঠ-নামে পরিচিত। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব যুগে সর্ব ঋষি এই স্থানে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি কাব্যরস, ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদ ও বিশ্বামিত্র ধনুর্বিদ্যা লাভ করিয়াছেন এবং এই স্থানেই মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র ও শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্গান করিয়াছেন। আবার এই স্থানেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনায় বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করিয়াছেন। কপিলের সাঙ্খ্যশাস্ত্র, গৌতমের তর্ক-শাস্ত্র, কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্র, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা-শাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা ও পুরাণাদি-শাস্ত্র এবং নারদাদি ঋষিগণের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহ এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন। বিদ্যানগরের সুরম্য উপবনে উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিয়াছেন। এই স্থানে দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আলয় ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীসার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ বিরাজিত।

মোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য দ্বীপ)

"আঁখি মোর সদা হের মোদদ্রুম-শোভা"

মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলারি প্রভৃতি মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানটী ব্রজের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীরবন। এই পুণ্যতম স্থান দর্শনে যাত্রী ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহার নাম মোদদ্রুম বলিয়া থাকেন।

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বনবাস-লীলা-কালে এই স্থানে আগমন-পূর্বক একটী মহাবটমূলে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপে দর্শনীয়—শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব-পীঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ, ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ, শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীরাধামদনগোপাল বিগ্রহ, গৌরপার্ষদ শ্রীশার্ঙ্গমুরারির প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ, বৈকুণ্ঠপীঠ বা নারায়ণপুর, মহৎ-পুর বা মাতাপুর প্রভৃতি।

শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, উক্ত স্থানে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন সেই বিপ্র মিশ্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর কনক-কান্তি দর্শনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ রামচন্দ্র নিশ্চয়ই স্বীয় দূর্বাদলশ্যামদ্যুতি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের তনয়রূপে প্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বিপ্র গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে রাত্রিতে স্বপ্নযোগে প্রথমতঃ শ্রীগৌরসুন্দরকে,

রুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য দ্বীপ)

"পদ চর রুদ্রদ্বীপ-ভূমি মনোলোভা"

এই স্থানে নীল-লোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রুদ্রদ্বীপ। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভা মাত্র। অষ্টবক্র ও দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-ধ্যানে রত হইয়াছিলেন। রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই স্থানেই শ্রীরুদ্রদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানে অলক্ষ্যে গৌর-কৃপারশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

রুদ্রদ্বীপ বা রাতুপুর প্রথমতঃ গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল। তৎপরে কিছুকাল গঙ্গাগর্ভে থাকিয়া বর্তমান গঙ্গার পূর্বে চরভূমিরূপে উদিত। বর্তমান ইন্দ্রাকৃপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই দ্বীপে 'শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান॥
সেই ধাম গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি' ভজ শ্রীগৌরকিশোর॥"

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার ক্রম

[ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত]

গঙ্গা-যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্বশাস্ত্রে কয়॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর॥
গোলোকের অন্তর্বর্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপ জান ভক্তগণ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্বক্ষণ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি আর।
অবন্তী দ্বারকা আর পুর সপ্ত সার॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে।
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড় মায়া পার॥
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আর বার॥
মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধুশাস্ত্রে সদা কয়॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি' চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে॥
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপ শোভা তবে কর দরশন॥
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি' মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হ'য়ে পার।
ভ্রমি' মায়াপুরে ভক্ত চল আর বার॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে॥
সর্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্তসুখ প্রাপ্তির আলয়॥
বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁরে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি-অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নিয়ামকত্বে প্রতি বৎসর উপরিউক্ত বিধি ও ক্রমানুসারে 'শ্রীনবদ্বীপের' নয়টি দ্বীপ সংকীর্তন শোভাযাত্রা-সহযোগে পরিক্রমা হইয়া থাকে। তৎপরে 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা'-কর্তৃক শ্রীযোগপীঠে দিবসত্রয় শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

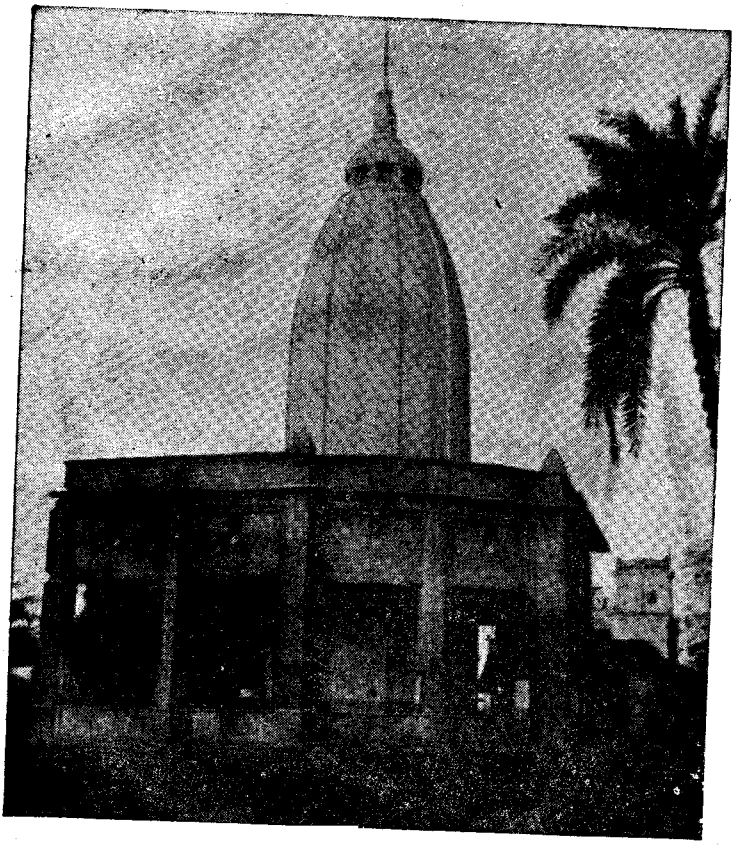

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধিমন্দির
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রকাশিত কতিপয় শুদ্ধ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম-স্কন্ধ	১০৲	শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	
দ্বিতীয় স্কন্ধ (যন্ত্রস্থ)		গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৫৲, বাঁধান	২৭৲	শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য	
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩·২৫	শ্রীব্রহ্মসংহিতা	
শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা	·৭৫	জৈবধর্ম ৬৲, (উত্তম	
শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১·৬০	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	
শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়	·৭৫	অর্চ্চনপদ্ধতি	
সরস্বতীজয়শ্রী	৫৲	শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ	
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	·৬২	শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচি	
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত—		শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণম্	
(১ম, ২য়, ৩য় প্রবাহ) প্রতি প্রবাহ	১·২৫	ভক্তিসন্দর্ভ	
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড	·৭৫	লঘুভাগবতামৃত	
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড	১৲	উপদেশামৃত [টীকা ও	
শ্রীভজনরহস্য	১৲	শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অ	
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ	·২৫	চিত্রে নবদ্বীপ	
তত্ত্ববিবেক	·৫০	প্রেমবিবর্ত	
তত্ত্বমুক্তাবলী	·৩৭	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত	
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম	·৫০	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (টীকার প	
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	১·৫০	বিলাপকুসুমাঞ্জলি	
ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	·২৫	শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তো	
যুক্তিমল্লিকা	২৲	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (হিন্দী	
শরণাগতি	·৩১	Sri Chaitanya Maha	
গীতাবলী	·৩৭	His life and precept	
গীতমালা	·৩৭	Rai Ramananda	
কল্যাণকল্পতরু	·৩৭	Brahma-Samhita	
সাধক-কণ্ঠমালা	১·২৫	Navadwip	

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ,** পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া